৭১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 16 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

### বইমেলার নামে প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফরের উদ্দেশ্য কি?

# নির্বাচন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে এ সফর হবে অন্যতম প্রভাবক

**বিশেষ প্রতিনিধি ঃ** রাজনৈতিক অঙ্গন এখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলের দাবী প্রত্যাখ্যান করে সরকারী দল ও নির্বাচন কমিশন একপাট্টা হয়ে পৌরসভার নির্বাচনের একতরফা তারিখ ঘোষণা করেছে। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিরোধী দলসমূহ পৌরসভা নির্বাচন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন গাড়ী বোঝাই সাংবাদিক ও অন্তত পাঁচ গাড়ী বোঝাই সরকারী কর্মকর্তা নিয়ে কলিকাতায় বইমেলা উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এই হলো দেশের হালচাল। একদিকে সরকারী ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে দর কষাকষি ও অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর লটবহর নিয়ে কলিকাতা যাত্রার বিষয়টি কেন যেন খাপছাড়া ঠেকছে। একদিকে বিষয়টি বড়ই সূক্ষ্ম, অন্যদিকে বিষয়টি বড়ই স্থূল। জানা গেছে, কলিকাতার বইমেলা উদ্বোধনের জন্য শেখ হাসিনাকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ওয়াকিবহাল মহল থেকে বিষয়টি বর্জনযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাফ দিয়ে উঠলেন, তার এককথা তিনি যাবেন। বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ওমরাহ পালনের আগে বিষয়টি জেনে তার সমালোচনা করে বলেন, ইফতার পার্টি দিচ্ছে না কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য অথচ কলিকাতা যাবার খরচ সামলায় কে?

এরপরও ইচ্ছে হয় যাক। কিন্তু ৩ গাড়ী বোঝাই সাংবাদিক, ৫ গাড়ী বোঝাই ও উড়োজাহাজ বোঝাই সফরসঙ্গী নিয়ে যাওয়ার কারণ কি? বস্তুত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিম বাংলার দাদা বাবুরা মনে করতে শুরু করলেন যে, বোধ হয় বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে একীভূত হবার সময় এসে গেছে। আরেকটু চাপ দিলে হয়তো হয়ে যাবে। নিরোদ চৌধুরী কখনও বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

## বইমেলার নামে প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফরের উদ্দেশ্য কি?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেননি। অথচ নিরোদ চৌধুরীই পশ্চিমবাংলার লেখকদের অন্যতম গুরু। এই বইমেলা দিয়ে নিরোদ চৌধুরীর বাংলাদেশ সম্পর্কে যে বক্তব্য সে বক্তব্যের চর্চা হবে কমবেশী। নিরোদ চৌধুরী বাংলাদেশ শব্দ উচ্চারণের পূর্বে 'তথাকথিত' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এখানে প্রশ্ন করতে পারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বইমেলাতে যাচ্ছেন তখন কি তিনি নিরোদ বাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আসবেন? এ ধরনের কোন বিষয়ের সেখানে অবতারণা করা সম্ভব কি না জানিনা। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে গেলেও অনেক ভাল করবেন। কারণ এদেশের প্রতিটি মানুষ নিরোদ চৌধুরীকে ঘৃণা করে। এমনকি আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদেরও দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বিষয়টার বিরোধিতা করতে দেখা যায়। তবে ভারতের পোষ্যপুত্রদের কথা অন্যরকম।

জানা গেছে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের ব্যাপারে নতুন চিন্তা করা হচ্ছে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি বিজেপি বিরূপ ধারণা পোষণ করে। তবে বিজেপি সরকার 'র'-এর পরিকল্পিত নক্সা একটু বদলিয়ে বাংলাদেশকে কেন্দ্র থেকে নিরন্ত্রন না করে কলিকাতা থেকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, কলিকাতাকেই বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণের জন্যে হেড কোয়ার্টার করা হয়েছে।

কলকাতাতেই বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'র'-এর প্রধান বসছে। তাছাড়া ভারতের বাংলাদেশস্থ হাইকমিশনার দেব মুখার্জী যিনি পশ্চিমবাংলার লোক বলে খ্যাত তিনিও বাংলাদেশে তার সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পরও আরো দু'বছর রয়ে গেলেন। দেব মুখার্জীর বাংলাদেশে এটা দীর্ঘতম এসাইনমেন্ট। তিনি যেহেতু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হবার সময় বাংলাদেশে ছিলেন সেজন্য সারা ভারতে কূটনীতিক হিসেবে দেব মুখার্জীর নাম অন্যদের খাতায় লিপিবদ্ধ। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হবার পরও দেব মুখার্জী এখান থেকে যাচ্ছেন না। কারণ তার মিশন সম্ভবত এখনও বাকী।

কলিকাতার বইমেলার মাঠে কি ধরনের মাখামাখি হবে তা বলা মুশকিল, তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন কলিকাতা সফর বিভিন্ন স্থানে বেশ ঔৎসুক্যের সাথে আলোচনা হচ্ছে। কারণ কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক দিনের কিন্তু কলিকাতার দাদা বাবুরা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েও তাদের মুখখানা করে রাখেন দিল্লীকেন্দ্রিক। আর দিল্লীর শোষণ বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোন দিনও গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বাংলাদেশের জনগণ উত্তপ্ত যখন, তখন প্রধানমন্ত্রী কলিকাতার বইমেলা উদ্বোধন করতে না গেলেও কি পারতেন না। আসলে সম্ভবত দেশের রাজনীতিতে ভারতমুখী রাজনীতিক গোষ্ঠী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্মুখ সংঘাত খুবই ঘনিয়ে এসেছে। তা না হলে প্রধানমন্ত্রী পৌরসভায় যে তফসিল সকল বিরোধী দল প্রত্যাখ্যান করেছেন সে তফসিল নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ঘোষণা করাতে পারতেন না।

সরকারী দল আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করায় আওয়ামী লীগের যে প্রবণতা সে প্রবণতার প্রতিফলন হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পৌরসভার তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে।

বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত সকলেই একযোগে এই তফসিলের বিরোধিতা করেছে। বিরোধী দল আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করছে। আর আন্দোলনের কর্মসূচী মাথায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বিষয়টিকে আরও প্রশ্নবোধক করে তুলেছে। বিশেষ করে এই বইমেলায় না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি শুনেননি। তাহলে শেখ হাসিনা কি পশ্চিম বাংলায় গিয়ে গঙ্গার পানি যে এবছর কম পাবার সম্ভাবনা তা নিয়ে জ্যোতিবসুকে সতর্ক করবেন, পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলাদেশে চাল আসতে যে বাঁধা দেয়া হচ্ছে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলবেন, তিন বিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেয়ার কথা বললেন, ত্রিপুরায় যে এখনও চাকমাদের একাংশকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ জিইয়ে রাখা হচ্ছে তা নিয়ে সহযোগিতার জন্য জ্যোতিবসুর সাহায্য চাইবেন। আশা করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা পারবেন। আর তা যদি না পারেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফর 'র'-এর আঞ্চলিক প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না বলে অনেকে ধরে নেবেন।

দেশকে আন্দোলনের মুখে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফর কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না যদি না দ্বিপক্ষীয় ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

পশ্চিমবাংলার সাহিত্য দিয়ে বাংলাদেশের লোককে সাহিত্য শিখতে হবে না, বাংলাদেশের সাহিত্য এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। পশ্চিমবাংলার কাছ থেকে রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ কোন লাভবান হবে না, বরং দিল্লীর শাসন-শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার কাছে উদাহরণস্বরূপ হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার লোকদের দায়িত্ব রয়েছে ভারতীয় কেন্দ্রের মুখপেক্ষী না হয়ে ঢাকার দিকে তাকানোর। ঢাকা এখনও তাদের জন্য অনুকরণীয় তবে পশ্চিমবাংলার কাছ থেকে ঢাকার অনুকরণের কিছুই নেই।